গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ)
১৬ আঃ গনি রোড, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

নং- ১৩.০০.০০০০.০৬৫.১৬.০০৩.২১-১০

তারিখঃ ৩ মাঘ ১৪২৭ বঃ / ১৭ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ খাদ্যশস্যের সাপ্তাহিক তুলনামূলক পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে খাদ্যশস্যের সাপ্তাহিক তুলনামূলক পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(মোঃ হাজিকুল ইসলাম)
গবেষণা পরিচালক
ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৪১০১
ইমেইলঃ hajiqul64@yahoo.com

মুখ্যসচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।

সদয় অবগতির জন্যঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

তারিখঃ ১৭/০১/২০২১ খ্রি:

খাদ্যশস্যের সাপ্তাহিক তুলনামূলক পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ

ক্র. নং	শিরোনাম	আজকের পরিস্থিতি (১৭/০১/২০২১ খ্রি:)	এক সপ্তাহ পূর্বের পরিস্থিতি (১০/০১/২০২১ খ্রি:))	সাপ্তাহিক পরিবর্তন/ মন্তব্য
১	সরকারি খাদ্যশস্য মজুদ পরিস্থিতি	১৭/০১/২০২১ খ্রি: তারিখে প্রকাশিত খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুসারে সরকারি গুদামজাত অবস্থায় খাদ্যশস্যের প্রারম্ভিক মজুদ ৭.১১ লাখ মে. টন (চাল ৫.৩৮ লাখ মে.টন ও গম ১.৭৩ লাখ মে. টন)।	১০/০১/২০২১ খ্রি: তারিখে প্রকাশিত খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুসারে সরকারি গুদামজাত অবস্থায় খাদ্যশস্যের প্রারম্ভিক মজুদ ছিল ৭.২০ লাখ মে. টন (চাল ৫.৩১ লাখ মে.টন ও গম ১.৮৯ লাখ মে. টন)।	বর্ণিত সময়ে সরকারি গুদামজাত অবস্থায় খাদ্যশস্যের মোট মজুদ ০.০৯ লাখ মে.টন কমেছে। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে আমন সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং বৈদেশিক উৎস হতে চাল আমদানি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২	ঢাকার বাজার মূল্য পরিস্থিতি	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য মতে, ১৭/০১/২০২১ খ্রি: তারিখে ঢাকার বাজারে- ক) সরু, মাঝারি ও মোটা চালের পাইকারী মূল্য কেজি প্রতি যথাক্রমে ৫৩.০০-৫৪.০০, ৪৬.০০-৪৭.০০ ও ৪১.০০-৪২.০০ টাকা এবং খুচরা মূল্য কেজি প্রতি যথাক্রমে ৫৮.০০-৬৩.০০, ৪৮.০০-৫৩.০০ ও ৪৪.০০ - ৪৬.০০ টাকা। (খ) আটার (খোলা) খুচরা মূল্য প্রতি কেজি ২৮.০০-৩০.০০ টাকা।	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য মতে, ১০/০১/২০২১ খ্রি: তারিখে ঢাকার বাজারে- ক) সরু, মাঝারি ও মোটা চালের পাইকারী মূল্য ছিল কেজি প্রতি যথাক্রমে ৫৩.০০-৫৪.০০, ৪৬.০০-৪৭.০০ ও ৪১.০০-৪২.০০ টাকা এবং খুচরা মূল্য ছিল কেজি প্রতি যথাক্রমে ৬০.০০-৬৫.০০, ৫০.০০-৫৫.০০ ও ৪৫.০০ - ৪৮.০০ টাকা। (খ) আটার (খোলা) খুচরা মূল্য ছিল প্রতি কেজি ২৮.০০-৩০.০০ টাকা।	বর্ণিত সময়ে ঢাকার বাজারে সরু ও মাঝারি চালের পাইকারী মূল্য কেজি-প্রতি অপরিবর্তিত থাকলেও সরু, মাঝারি ও মোটা চালের খুচরা মূল্য কেজি-প্রতি ২ টাকা পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। আটার খুচরা মূল্য কেজি-প্রতি অপরিবর্তিত রয়েছে।
৩	খাদ্যশস্য আমদানি পরিস্থিতি	২০২০-২১ অর্থ বছরের ০৭/০১/২০২০খ্রি: তারিখ পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ২৫.৯৩ লাখ মে. টন খাদ্যশস্য (চাল ০.০০ লাখ মে. টন ও গম ২৫.৯৩ লাখ মে. টন) এবং সরকারি খাতে ২.২৫ লাখ মে. টন খাদ্যশস্য (চাল ০.০৯ লাখ মে. টন ও গম ২.১৬ লাখ মে. টন) আমদানি হয়েছে।	২০২০-২১ অর্থ বছরের ০৭/০১/২০২০খ্রি: তারিখ পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ২৪.৫৩ লাখ মে. টন খাদ্যশস্য (চাল ০.০০ লাখ মে. টন ও গম ২৪.৫৩ লাখ মে. টন) এবং সরকারি খাতে ২.২০ লাখ মে. টন খাদ্যশস্য (চাল ০.০৪ লাখ মে. টন ও গম ২.১৬ লাখ মে. টন) আমদানি হয়েছিল।	বর্ণিত সময়ে বেসরকারী খাতে ১.৪০ লাখ মে. টন খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে। ও সরকারী খাতে ০.০৫ লাখ মে. টন খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে
৪	সরকারি অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ পরিস্থিতি	২০২০-২১ অর্থবছরের আমন সংগ্রহ কার্যক্রম গত ০৭নভেম্বর/২০২০ থেকে শুরু হয়েছে। **১৪/০১/২০২১ খ্রি**: তারিখ পর্যন্ত ধান সংগৃহীত হয়েছে ৩৩৬১ মে. টন, সিদ্ধ চাল সংগৃহীত হয়েছে ৩৭,৯২৪ মে. টন এবং আতপ চাল সংগৃহীত হয়েছে ১৪৬৭ মে. টন।	২০২০-২১ অর্থবছরের আমন সংগ্রহ কার্যক্রম গত ০৭নভেম্বর/২০২০ থেকে শুরু হয়েছিল **০৭/০১/২০২১ খ্রি**: তারিখ পর্যন্ত ধান সংগৃহীত হয়েছিল ১২৭৬ মে. টন, সিদ্ধ চাল সংগৃহীত হয়েছিল ২৭,৬৮৮ মে. টন এবং আতপ চাল সংগৃহীত হয়েছিল ১০২৫ মে. টন।	বর্ণিত সময়ে ধান সংগৃহীত হয়েছে ২,০৮৫ মে. টন এবং সিদ্ধ চাল সংগৃহীত হয়েছে ১০,২৩৬ মে. টন এবং আতপ চাল সংগৃহীত হয়েছে ৪৪২ মে. টন।
৫	বেসরকারি খাতে (চালকল, আমদানীকারক, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী) খাদ্যশস্যের পাক্ষিক মজুদ	চাল: ৫,১৬,৩৯৮ মে.টন ধান: ৭,২৭,০৬২ মে.টন (সূত্র: খাদ্য অধিদপ্তর, ৩১.১২.২০২০খ্রি:)	চাল: ৬,৩৩,০৯৮ মে.টন ধান: ৬,৬২,১২৯ মে.টন (সূত্র: খাদ্য অধিদপ্তর, ৩০.১১.২০২০খ্রি:)	বর্ণিত সময়ে মজুদের পরিমাণ চাল: ১,১৬,৭০০ মে.টন কমেছে। ধান: ৬৪,৯৩৩ মে. টন বেড়েছে। (কৃষক ও ভোক্তা পর্যায়ের মজুদ অন্তর্ভুক্ত নহে)
৬	খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি	সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থাৎ ভারত ও থাইল্যান্ডে (১৫/০১/২০২১ খ্রি:) ৫% ভাঙ্গা সিদ্ধ চালের টন-প্রতি এফওবি মূল্য যথাক্রমে ৩৯২ ও ৫১২ মার্কিন ডলার। রাশিয়া, ইউক্রেন (৩০/১২/২০২০ খ্রি:) ও যুক্তরাষ্ট্রের (১৫/০১/২০২১ খ্রি:) গমের টন-প্রতি এফওবি মূল্য যথাক্রমে ২৬৫.০০, ২৬৪.০০ ও ২৮১.০৮ মার্কিন ডলার।	সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থাৎ ভারত ও থাইল্যান্ডে (০৮/০১/২০২১ খ্রি:) ৫% ভাঙ্গা সিদ্ধ চালের টন-প্রতি এফওবি মূল্য ছিল যথাক্রমে ৩৯০ ও ৫১০ মার্কিন ডলার। রাশিয়া, ইউক্রেন (২৪/১২/২০২০ খ্রি:) ও যুক্তরাষ্ট্রের (০৮/০১/২০২১ খ্রি:) গমের টন-প্রতি এফওবি মূল্য ছিল যথাক্রমে ২৬০.৫০, ২৫৯.৫০ ও ২৭৫.২১ মার্কিন ডলার।	বর্ণিত সময়ে সিদ্ধ চালের এফওবি মূল্য টন-প্রতি ভারতে ২ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। ও থাইল্যান্ডে ২ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। গমের টন-প্রতি এফওবি মূল্য রাশিয়ায় ৪.৫০ ডলার ও ইউক্রেনে ৪.৫০ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ৫.৮৭ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭	খাদ্যশস্যের সম্ভাব্য আমদানি মূল্য পরিস্থিতি (শুল্ক-কর ব্যতীত)	সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থাৎ ভারত ও থাইল্যান্ড থেকে আমদানিযোগ্য সিদ্ধ চালের বাংলাদেশে সম্ভাব্য মূল্য কেজি-প্রতি যথাক্রমে ৩৫.৯৪ ও ৪৮.৬৬ টাকা। রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিযোগ্য গমের সম্ভাব্য মূল্য কেজি-প্রতি ২৭.৬৩-২৯.৯২ টাকা।	সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থাৎ ভারত ও থাইল্যান্ড থেকে আমদানিযোগ্য সিদ্ধ চালের বাংলাদেশে সম্ভাব্য মূল্য ছিল কেজি-প্রতি যথাক্রমে ৩৫.৭৭ ও ৪৮.৪৯ টাকা। রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিযোগ্য গমের সম্ভাব্য মূল্য ছিল কেজি-প্রতি ২৭.৬৩-২৯.৪৩ টাকা।	বর্ণিত সময়ে আমদানিকৃত চালের বাংলাদেশের বন্দরে সম্ভাব্য মূল্য কেজি-প্রতি ভারতে ০.১৭ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ও থাইল্যান্ডে ০.১৭ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমদানিযোগ্য গমের সম্ভাব্য মূল্য কেজি-প্রতি ০.৪৯ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮	খাদ্যশস্যের এল.সি পরিস্থিতি	বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের ০৯/০১/২০২১খ্রি: পর্যন্ত চালের এলসি খোলা হয়েছে ১২৩.৮৩ হাজার মে.টন এবং এলসি সেটেল্ড হয়েছে ৫.৮৭ হাজার মে. টন। অপরদিকে, গমের এলসি খোলা হয়েছে ৩৬৬৮.৬৫ হাজার মে. টন এবং গমের সেটেল্ড হয়েছে ২৫৮৪.৮৭ হাজার মে. টন।	বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের ৩১/১২/২০২০খ্রি: পর্যন্ত চালের এলসি খোলা হয়েছিল ১০৩.৭৩ হাজার মে.টন এবং এলসি সেটেল্ড হয়েছিল ২.১৭ হাজার মে. টন। অপরদিকে, গমের এলসি খোলা হয়েছিল ৩২৯২.৬২ হাজার মে. টন এবং গমের সেটেল্ড হয়েছিল ২৩৩৯.৪৪ হাজার মে. টন।	বর্ণিত সময়ে এলসি সেটেল্ড চাল: ৩.৭০ হাজার মে. টন বেড়েছে। গম: ২৪৫.৪৩ হাজার মে. টন বেড়েছে।
৯	সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ পরিস্থিতি	২০২০-২১ অর্থবছরের ০৭/০১/২০২১খ্রি: পর্যন্ত সরকারি খাতে মোট খাদ্যশস্য বিতরণ হয়েছে ১২.৪০ লাখ মে. টন (চাল ৯.৭৯ লাখ মে.টন ও গম ২.৬১ লাখ মে.টন)।	২০২০-২১ অর্থবছরের ৩১/১২/২০২০খ্রি: পর্যন্ত সরকারি খাতে মোট খাদ্যশস্য বিতরণ হয়েছিল ১২.২৯ লাখ মে. টন (চাল ৯.৭৩ লাখ মে.টন ও গম ২.৫৬ লাখ মে.টন)।	বর্ণিত সময়ে ০.১১ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ হয়েছে।

১৭/০১/২০২১

মোঃ হাজিকুল ইসলাম
গবেষণা পরিচালক
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার